দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 16 MAY 2007
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ৬ ...

# কওমী মাদ্রাসা ছাত্রদের সেনাবাহিনীতে ঢোকার বিষয়টি অসার প্রমাণিত

## জঙ্গীবাদের সঙ্গেও সম্পৃক্ততার প্রমাণ মেলেনি

স্টাফ রিপোর্টার

কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের সেনাবাহিনীতে ঢোকার ব্যাপারে সাম্প্রতিককালে প্রচারিত জোর আলোচনা অসার প্রমাণিত হয়েছে। একই সঙ্গে কওমী মাদ্রাসা পড়ুয়াদের জঙ্গীবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ততারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সেনাবাহিনীতে ব্যাপক হারে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র প্রবেশ করছে- এ ধরনের তথ্য প্রকাশের পর দেশব্যাপী আলোচনার ঝড় ওঠে। বিভিন্ন দল-সংগঠনসহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা এ জরিপকে ভিত্তিহীন বলে ৭ঃ১২ কঃ৪

# কওমী মাদ্রাসা ছাত্রদের সেনাবাহিনীতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ করে। সর্বশেষ কওমী মাদ্রাসার উপর বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণা প্রতিবেদনেও কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশের বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করা হয়। বরং প্রতিবেদনে বাংলাদেশে কওমী মাদ্রাসাগুলো দেশের উন্নয়নে বেশ ভালো ভূমিকা রাখছে বলে উল্লেখ করা হয়।

সম্প্রতি দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা ও কতিপয় বুদ্ধিজীবী 'কওমী মাদ্রাসা থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ সেনাবাহিনীতে ঢুকছে'- এরূপ বক্তব্য প্রদান করলে বিভিন্ন মহল থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

সর্বশেষ গত মাসে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে সেনাবাহিনীতে কওমী মাদ্রাসা ছাত্রদের ঢোকার বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে উল্লেখ করা হয়। এই প্রতিবেদন বরং আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যাপারে কওমী মাদ্রাসার প্রশংসা করা হয়। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে মাদ্রাসাগুলোর শতকরা ৫৭ ভাগ খরচ যোগাড় হয় পারিবারিক বা ব্যক্তিগত অনুদান থেকে। আরো শতকরা ৩০ ভাগ কোনো ক্যাটাগরিতে ফেলা যায় না। ১১ ভাগ আয় হয় ছাত্রদের বেতন থেকে। তবে সব মাদ্রাসায় বিনামূল্যে পড়ানো হয় না।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মুহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়ার কাছে গত ১৫ মার্চ বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর শিয়ান শু ওই রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। 'সেনাবাহিনীতে শতকরা ৩৫ ভাগ সদস্য মাদ্রাসা থেকে আসছে'- এ তথ্য সত্য নয় বলে উল্লেখ করা হয় রিপোর্টে।

গত বছর নির্বাচনের আগে হার্ভার্ড ইন্টারন্যাশনাল রিভিউতে প্রধানমন্ত্রী পুত্র সজিব ওয়াজেদ জয় এবং মার্কিন সামরিক কর্মকর্তা জে. শিওভাক্কা 'বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গীবাদের উত্থান-দমন' শীর্ষক এক নিবন্ধ লিখেন। যৌথভাবে লিখা নিবন্ধে বাংলাদেশে মৌলবাদের বিস্তারে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। লেখাটি অনলাইনে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

গত ১৬ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশ শাখা এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল' অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্সের (বিলিয়া) কর্ণধার সাবেক রাষ্ট্রদূত ওয়ালিউর রহমান 'জঙ্গীবাদ দমনে সুশীল সমাজের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে বলেছেন, তাদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় সেনাবাহিনী, বিডিআর ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীতে মাদ্রাসা পাস করা শিক্ষার্থীরা আগের চেয়ে ৭ গুণ বেশী ঢুকেছে। অতীতে মাত্র ৫ ভাগ মাদ্রাসা পাস লোক দেখানে এসব বাহিনীতে আসত, জোট সরকারের আমলে তা ৭ গুণ বেড়ে ৩৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশেরও বেশী হতে পারে। তিনি বলেন, এর মধ্যে বেশীরভাগই এসেছে কওমী মাদ্রাসা থেকে, যাদের বেশীরভাগই জঙ্গী তৎপরতার সঙ্গে জড়িত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিশ্বব্যাংক বলেছে, উপরোল্লেখিত তথ্যের কোন সত্যতা নেই। কারণ কোথায় তারা এসব তথ্য পেয়েছেন তার কোন কিছু উল্লেখ করেননি। রিপোর্টে কওমী মাদ্রাসার বর্তমান অবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষার সন্তান-সন্ততিরা অন্যদের চেয়ে ভালো করছে কিনা অভিভাবকদের এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ভালো করছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের গতানুগতিক মাদ্রাসাগুলোর সংস্কারে সরকারী উদ্যোগের বাইরে কওমী মাদ্রাসাগুলো সাম্প্রতিক সময়ে নিজেরাই সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। কিছু কিছু মাদ্রাসা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মেয়েদের ভর্তি করাচ্ছে। পাঠ্যসূচিতেও কিছু পরিবর্তন আনছে। কওমী মাদ্রাসাগুলোতে শতকরা ৮৭ ভাগ শিক্ষার্থীর জন্য আবাসন সুবিধা দেয়া হয়। আলীয়া মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা মাত্র ১৯ ভাগ।